কবিতার অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

অ্যাস্পেন গাছ ঃ পাউল সেলান

এপ্রিল ১৯৭০। ২০ তারিখ সকালের পারী শহর। রাস্তাটার নাম - এমিল জোলা এভিনিউ। ৬ নং বাড়ীটা একটা ফ্ল্যাটবাড়ী। চারতলার ফ্ল্যাট থেকে একটি লোক নেমে আসে। দিনের গভীরে সেদিন অনেক মেঘ মেশা। এমন বসন্তেও লোকটার গায়ে কালো লঙকোট। খুব অন্যমনস্ক। স্যেন নদীর দিকে সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে এবার সে পঁ মীরাবো-র ওপর। স্যেন নদীর ওপর মীরাবো সেতু, যাকে নিয়ে এপোলিনেয়রের বিখ্যাত কবিতা পংক্তি - সু লে পঁ মীরাবো ক্যুল লা স্যেন (মীরাবো সেতুর নীচে বয়ে যায় স্যেন)। ঈষৎ ঝুঁকে লোকটা নদীর দিকে। হঠাৎ সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেবল তার কালো টুপিটা মীরাবো সেতুর ওপর পড়ে আছে। আশপাশের দু একটি পথচারীর চোখে পড়ে। তারা চিৎকার করে ওঠে। নদী থেকে তার স্পন্দনহীন দেহ তোলা হল যখন, সে মৃত। এমিল জোলা এভিনিউতে তার ফ্ল্যাটে তার যে পকেট ক্যালেন্ডার পাওয়া গিয়েছিল সেখানে সেদিনের খোপে লোকটা লিখেছিলো - যাও পাউল। পুলিশ খোঁজ করতে খুব সহজেই তার পরিচিতি বেরিয়ে পড়ে। লোকটা জাতে ইহুদী। বয়স হয়েছিল ৪৯। বিমিশ্রতার চূড়ান্ত উদাহরণ। জন্মেছে রুমানিয়ায় (এখন ইউক্রেন), থাকতো পারীতে। এবং খুবই বিখ্যাত কবি ছিল লোকটা। তবে লিখতো জর্মণ ভাষায়। নাম - পাউল সেলান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার অনেকটা সময় কেটেছে। সেই লোক সাঁতার জানতো না ? একজন বললেন - আত্মহননকারী কি আর সন্তরণক্ষম থাকে !

পাউল সেলানের শেষটা এইরকমই অর্থহীন মর্মান্তিক। কেন এই মর্মান্তিকতা আপাত অর্থহীন সেটা তার জীবনীর রীল টানলেই ধরা পড়বে। কিন্তু রীলটা প্রথম থেকে না চালিয়ে বরং উল্টো চালানো যাক। আত্মহত্যার আগের বছর সেলান ইজরায়েলে ঘুরতে যান। সেলানের ইহুদীবোধের চরিত্র অত্যন্ত জটিল ছিল। কিন্তু যে ধর্মের মানুষ হবার কারণে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ ট্র্যাজেডী - মার মৃত্যু, বাবার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া- সেই ধর্মের সঙ্গে একটা না একটা সম্পর্ক থেকে যায়। থেকে যায় মমত্ববোধ। ১৯৬৫ তে তাঁর আত্মগ্লানি ও আতঙ্কবোধ যখন চরমে, একটি মানসিক স্যানিটোরিউমে শুশ্রুষা চলছে, সেসময় সেলান অনেকগুলি চিত্র সম্বলিত ভাঙাকবিতা লেখেন যার মধ্যে ইহুদীধর্মের নানা গাথা রোপিত। ধর্মভাবনা কি তাকে এই মানসিক বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে এসেছিল ? তাঁর পূর্ণসময়ের অপূর্ব কবিতাগুলির কোথাও কিন্তু কোন ধর্মভাবনার ইঙ্গিত নেই।

শেষের বছরগুলোর প্রসঙ্গে আরো এসে যায় জর্মণ দার্শনিক মার্টিন হেইডেগ্গারের কথা। হেইডেগ্গার বিংশ শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও যে নাৎসী বাহিনীর হয়ে কাজ করেছিলেন - এ তথ্য তার কর্মকান্ডের ওপর একটা কালো রিবনের মত রয়ে গেছে সারাজীবন। হেইডেগ্গার এর জন্য প্রকাশ্যে কোনদিন ক্ষমাও চাননি। সেলানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার গোড়াতেও যে কিছু কাঁটা ছিলো না তা নয়। দর্শন, কবিতা ও কবিতাতত্ত্বের আলোচনায় শুস্কতার সেই খোলস ছিঁড়ে যায় অচিরেই। সেলানই প্রথম হেইডেগ্গারের সঙ্গে দেখা করতে চান। ওঁর বিখ্যাত কাজ "Being and Time" (১৯২৭) পড়ে মুগ্ধ সেলান হেইডেগ্গারকে একটি কবিতা পাঠান। অনতিকাল পরেই দুজনের দেখা হয় হেইডেগ্গারের বিখ্যাত কেবিনে। টটনাউবার্গ শহরে। শেষ যেবার হেইডেগ্গারের সঙ্গে সেলানের দেখা হয়, কথা হয়েছিল যে ১৯৭০-এর বসন্তে, সেলান একটু সুস্থ হয়ে উঠলে হেইডেগ্গার তাঁকে নিয়ে ঘুরে দেখাবেন ডানুব নদীর উত্তরাঞ্চল - কবি হোল্ডার্লিনের কবিতা জুড়ে যে সমভূমির চিত্রচিন্তাকল্প। কিন্তু সেলান সেরে উঠলেন না। স্যেন গিলে ফেললো তাঁকে।

হেইডেগ্গার প্রসঙ্গে এসে যায় সেলানের জীবনের একটি অত্যন্ত সযত্নলালিত, গোপন, অন্তরঙ্গ অধ্যায়। জার্মানীতে হেইডেগ্গারের কেবিনেই সেলানের পরিচয় হয় কবি ইঙ্গেবোর্গ বাখম্যানের সঙ্গে। বাখম্যান তখন কাজ করছেন হেইডেগ্গারের ওপর। অত্যন্ত বিদূষী এই মহিলার সঙ্গে সেলানের দেখা হয়েছে কম। কিন্তু প্রথম আলাপের পরই দুজনের মধ্যে পত্রালাপ বাড়তে থাকে। অদেখার সমস্ত শ্যাওলাকে ধুয়ে মুছে দিতে থাকে ঝাঁক ঝাঁক সুচিন্তিত, মেধাবী ও আবেগাক্রান্ত চিঠি। এক দূরায়ত প্রেমে সেলান ও বাখম্যান আটকে পড়েন। ১৯৫১ সালে ; সেলান তখন পাকাপাকিভাবে পারীতে (ফরাসী নাগরিক হন ১৯৫৫ তে) ; জিসেল লেস্ত্রাঁজ নাম্নী এক তরুণ ফরাসী গ্রাফিক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর আলাপ। সেইসময়ে সেলান অধ্যাপনা করছেন পারীর

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

বিখ্যাত দর্শন-শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় - একোল নর্মেল সুপেহ্রিওর-এ। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াতেন দার্শনিক ঝাক দেরিদা। জিসেল তাঁকে আকর্ষণ করে। সেলানের কবিতার ওপর নানা ধরনের গ্র্যাফিক কাজ করেন সারাজীবন। পরের বছর, ১৯৫২-তে সেলান ও লেস্ত্রাঁজ বিবাহবদ্ধ হন। বিয়ের পর জিসেল জানতে পারেন সেলান ও বাখম্যানের বায়বীয় প্রেমের কথা। এসব নিয়ে তাঁর কষ্ট বাড়ে। শেষ পর্যন্ত জিসেল মেনে নিতে পেরেছিলেন এই সম্পর্ক। সারাজীবন সেলানকে লিখেছিলেন প্রায় ৭০০ চিঠি। সেই পত্রাবলি গ্রন্থাকারে ২০০২ সালে প্রকাশ করেছেন সেলান-লেস্ত্রাঁজের পুত্র এরিক সেলান। আর বাখম্যানের সঙ্গে তাঁর 'কবিতার জন্য পত্রাবলি' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৭-তে।

একেকজন কবির জীবন আত্মকলহ, অস্থিরতা বা জীবনবৈচিত্র্যে টইটুম্বুর। আবার কারো কারো জীবন খুব সাদামাঠা, বিবর্ণ। কবির জীবনীচর্চা একটা বড় সমস্যা তৈরি করে কখনো কখনো। নাটকীয় সামগ্রীর অস্থির ট্র্যাজিক জীবনী, বা অতি-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ জীবনী, জীবনীকারকে এমন তুমুলভাবে বুঁদ করে রাখে, যে কবির কবিতার ওপর আলোকপাত কমে যায়

কখনো। কখনো তার কবিতায় অকারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবার যাঁর জীবন ঘটনাহীনতায় উদাসীন, তাঁর কবিতার ওপর নজর পড়েনা অনেকের। সেলানের ক্ষেত্রে অনেকটা সেরকম ঘটেছে। অনেক গবেষকের নজর তাঁর কবিতাগুণের চেয়ে তাঁর বিচিত্র ট্র্যাজিক জীবনীর ওপর। কেমন পাউল সেলানের কবিতা ? অনেকে পাউল সেলানকে 'বানপ্রস্থের কবি' আখ্যা দিয়েছেন। একথা বলার বড় কারণ এই যে ভাষা, ঐতিহ্য ও ভৌগলিক বিমিশ্রতার কারণে সেলানের কবিতায় কোন নির্দিষ্ট দেশ, কাল বা কবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়না। অতি স্বতন্ত্র এক জায়গা থেকে উঠে আসে তার স্বর, যা প্রবলভাবে ধ্রুপদী (যদিও দর্শনজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই), মিতভাষী। জৈবনিক যন্ত্রণাকে আত্মার ভাষায় ভারহীন করে নিয়েছেন সেলান তাঁর কবিতায়। ফলে জাগতিক যন্ত্রণা পেরিয়ে আরো অনেক গভীরে প্রবেশ করে সেই কবিতা। তাঁর কাব্যভাষার দিকে চোখ রাখলে আজ কিছুটা হয়ত পুরনো মনে হয়, কিন্তু চিত্রকল্পকে সামান্য শব্দে কিভাবে নিপুণ ও মর্মভেদী করে তোলা যায় সেলান তার এক বড় উদাহরণ। তাঁর "ফুল" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে পাঠযোগ্য। 'চিত্রকল্প'-এর কথা যে এলো যুক্তিযুক্তভাবেই। পাউল সেলানের কবিতা চিত্রকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। পরবর্তীকালে বহু চিত্রকর বা চিত্রশিল্পীকে সেলানের কবিতা উদ্বুদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পর, ১৯৪০ দশকের শেষে পশ্চিম জার্মানীর পত্রপত্রিকায় পাউল সেলানের কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। ২৮ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ Der Sand aus den Umen। খুব একটা আলোচনা হয়নি। এর পরের বই বেরোয় ১৯৫২-এ। (Mohn und Gedächtnis) পপি ও স্মৃতিকথা। এই গ্রন্থ নিয়ে নানা আলোচনা হতে থাকে। এই সময়েই জিসেল এস্ত্রাঁজের সঙ্গে কবির আলাপ। নাৎসী হলোকস্ট থেকে বেঁচে ফেরা লেখকদের মধ্যে সেলানকে অনেকেই শ্রেষ্ঠতম বলেন। পারীতে থাকাকালীন সেই সময়ের স্যুররিয়ালিস্ট কবিদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যদিও তাঁর কবিতা ভিন্ন রকম। এবং ফরাসীভাষায় রচিত নয়, বরং জর্মণ ভাষায়। 'মৃত্যুকীর্তন' (Todesfugue) তাঁর বিখ্যাততম কবিতা, এই কারণে যে সেই কবিতায় নাৎসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সন্ত্রাস ও মৃত্যুবাণীর নৃশংসতাকে সেলান ধ্রুপদী করে তোলেন। নাৎসীরা ইহুদী কয়েদীদের হত্যা করার আগে অনেকসময় তাদের কোন একটা গান গাইতে বলতো। সেই মৃত্যুভীতিগ্রস্ত সঙ্গীতের কথা মাথায় রেখে এই কবিতাশীর্ষক। কবিতা শুরু হয় এইভাবে -

বেলাশেষের কালো দুধ আমরা গোধূলীতে পান করি
সকালে পান করি আমরা, দুপুরে, রাতেও খেতে হয়
আমরা পান করি, পান করে চলি
ঐ হাওয়ায় খুঁড়ি কবর যেখানে কেউ আছে অনাবদ্ধ
ঐ বাড়ীতে একটা লোক থাকে যে খেলে, পোকাদের নিয়ে, তাদেরই লেখে সে
সে লেখে যখন জার্মানীতে গোধূলী নামলো তোমার সোনালী চুল মার্গারেট
.....

(জেরোম রটেনবার্গের ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ ঃ আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

তাঁর কবিতার ভাঙা সিন্ট্যাক্স ও মিতভাষণ যেমন তাঁর কাব্যভাষার স্বাক্ষর, একইসঙ্গে এই ভাষাভঙ্গি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বিভীষিকা ও মৃত্যুভয়কে জীবন্ত করে তোলে। জার্মানীতে ব্রেমেন পুরস্কার গ্রহণ করার সময় পাউল সেলান

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

বলেছিলেন - 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দিনগুলোর কথা মনে হলে আজ ভাবি, কেবল একটাই জিনিষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারতাম, ঐ হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যেও ঃ ভাষা। কিন্তু তাকেও অনেক নীরবতা, অনেক নিরুত্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হত। ভয়ার্ত নৈঃশব্দের মধ্যে দিয়ে। জঘণ্য খুনী উক্তির হাজার আঁধারের মধ্যে দিয়ে সে যেত।' শেষের দিকে তাঁর কবিতার ভাষা আরো সংক্ষিপ্ত, ভগ্ন ও স্বরীয় হয়ে উঠতে থাকে। অনেকে তাঁর সেই পর্যায়ের কবিতাকে আন্তন ওয়েবার্নের এর সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৯২০ সালে উত্তর রুমানিয়ার বুকোভিনায় পাউল সেলানের জন্ম (আসল নাম - পাউল আনসেল)। বাবা-মা ছিলেন জর্মণভাষী ইহুদী। হাঙ্গেরীর ধারেই বুকোভিনা। ফলত সেলানের গড়ে ওঠার মধ্যে হাঙ্গেরীয়-অস্ট্রিয় সমাজের প্রভাব ছিল। সেই শহরের আজকের নাম চেরনোবিৎস। ইউক্রেনের অংশ। অর্ধেক নগরবাসী ইহুদী। ঠিক ১৩ বছর বয়সে তাঁর 'বার মিৎস্বা' (ইহুদী উপনয়ন উৎসব) হয়। এই সময়েই একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দলে নাম লেখান। তাদের একটি দলীয় কাগজ ছিল, নাম - 'লাল ছাত্র'। ১৮ বছর বয়সে সেলান পারীতে ডাক্তারী পড়তে যান, পরে চেরনোবিৎস-এ ফিরে এসে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। রুশরা এসে বুকোভিনা দখল করে ১৯৪০-এ। দু বছর পর নাৎসীরা সে শহরের ইহুদীদের পাঠাতে থাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। নাৎসীদের প্রতিরোধ করার অপরাধে সেলানের বাবা-মাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি জঘণ্য ক্যাম্পে। মৃত্যুর দোরগোড়ায়। পাউলের বাবা সেখানে টাইফয়েডে মারা যান। পাউল জানতে পারেন অনেক পরে। মাকে ঘাড়ে গুলি করে মারা হয়। সেলান কোনক্রমে বেঁচে যান। রুশ সৈন্যরা ১৯৪৪ সালে ক্যাম্প দখল করলে সেলান চলে যান বুখারেস্টে। সেখানে পড়াশোনা আবার শুর করেন। রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা নিয়ে বুঁদ, ঠিক সেইসময়ে মায়ের মৃত্যুর খবর আসে। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় মায়ের কথা বহুবার এসেছে ।

কেন সেলানকে জীবনের শেষলগ্নে স্যানেটোরিয়াম যেতে হল সে প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পাউল সেলান পারীতে থাকাকালীন, এবং জার্মানী সফরকালে বহু বিদেশী কবির কবিতা অনুবাদ করেন জর্মণ ভাষায়। জ্যঁ কখতো, আঁরি মিশো, উঙ্গারেত্তি, মান্ডেলস্টাম, ফার্নান্দো পেসোয়া, পল ভালেরী, আর্তুর হ্র্যাঁবো, হ্রেনে শার, দ্যুপাঁ ইত্যাদি। কিন্তু ১৯৬০-এর গোড়ায় কবি ইভান গ্যোলের স্ত্রী ক্লেয়ার গ্যোল অভিযোগ করেন যে পাউল সেলান তাঁর স্বামীর কবিতা গোটা ৫০ দশক ধরে চুরি করেছেন। সেলানের বন্ধুরা, তাঁর পাঠক - এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন। তিনি এর মধ্যে একাধিক পুরস্কার ও পান। তবু এই অকিঞ্চিৎকর অভিযোগ পাউলকে মানসিক বৈকল্যের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। ১৯৬৫ নাগাদ সেলান ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭০-এ আত্মহত্যা। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে, যিনি নাৎসী জমানার ঐ বিভীষিকা পেরিয়ে এলেন, সেই অভিজ্ঞতায় জারিত করে লিখলেন তাঁর অপূর্ব ভয়ার্ত ধ্রুপদী কবিতাগুলি, তিনি সহ্য করতে পারলেন না কাব্যতঞ্চকতার ভিত্তিহীন অভিযোগ।

পাউল সেলান-এর কয়েকটি কবিতা

অ্যাস্পেন গাছ

অ্যাস্পেন গাছ, তোমার সাদা পাতা আঁধারে ঝলসায়
আমার মার চুলে সাদা ছিলোনা

ঘাসফুল, ইউক্রেনে কি সবুজ
আমার পীতকেশী মা ঘরে ফেরেনি।

জীমূতবাহন, খালি কুয়োতলায় ঘোরো কেন ?
আমার শান্ত মা সবার জন্য কাঁদে।

গোলতারা, তুমি হাওয়া দিলে ঐ সোনালী নিস্তলে
আমার মায়ের হৃদয় চিরে দিয়েছিল শীসা।

ওকদারু দোর, কব্জা থেকে কারা তোমায় খুলে নিলো ?
আমার কোমল মা আর ফিরতে পারেনা।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ফ্রান্সের স্মৃতি

আমার সঙ্গে মনে করো ঃ পারীর আকাশ, হেমন্তের ঐ বিরাট
ক্রোকাস ফুলগাছ.....
ঐ পুষ্পপসারিনীর বুথে আমরা হৃদয় বাছতে গেলাম
সেগুলো নীল, জলে খুলে গেল।
আমাদের ঘরে বৃষ্টি শুরু হতেই,
এক পড়শি চলে এলেন। মেসিয় ল্য সঁজ, রোগা
ছোট্টখাট্টো লোক।
আমরা তাস খেললাম, আমি খোয়ালাম চোখের তারা
তুমি তোমার চুল ধার দিলে, আমি আবার হারাই, উনি আমাদের গো-হারান দিলেন।
দরজা ধরে চলে গেলেন, পিছু পিছু বৃষ্টি গেল।
আমরা তখন মৃত। আমরা তখনো শ্বাস নিচ্ছি।

করোনা

হেমন্ত আমার হাত থেকে তার পাতা খাচ্ছে ঃ আমরা বন্ধু।
আমরা বাদাম ভেঙে সময় বের করি আর তাকে হাঁটতে শেখাই ঃ
সময় ফেরে আবার তার খোলে।

আয়নায় আজ রবিবার।
স্বপ্নে একটা শোবার জায়গা রয়েছে,
আমাদের মুখ সত্যি বলে।

প্রিয়তমার যৌনতার দিকে আমার চোখ নেমে যায় ঃ
আমরা নিজেদের দেখি,
অসভ্য কথা বিনিময় হল,
এরপর আমরা ভালোবাসি নিজেদের পপি আর তার পুনর্স্মৃতির মত
শাঁখের ভেতর আমরা ঘুমোই সুরায়
চাঁদের রক্তরশ্মিতে সমুদ্রের মত।

আমরা জানলায় দাঁড়াই নিজেদের জড়িয়ে, আর রাস্তা থেকে লোক
মুখ তুলে দেখে ঃ
অনেক হয়েছে, ওরা জানুক এবার
অনেক হয়েছে, পাথর এবার একটু ফুল হবার চেষ্টা করুক
অনেক হয়েছে, এবার হৃদস্পন্দন একটু বাড়ুক
অনেক হয়েছে, এবার সময় হোক

সময় হোক।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

চাবিগুচ্ছ দিয়ে

চাবিগুচ্ছ দিয়ে
তুমি ঐ বাড়ীর সব ঘর খুললে
যেখানে অব্যক্তের হাল্কা বরফরেণু উড়ছে।
কখন কোন চাবিটা বেছে নেবে
সেটা নির্ভর করছে তোমার
চোখ, মুখ বা কানে ঐ মুহূর্তের রক্তঝলকের ওপর।

তুমি চাবি পাল্টাও, তুমি শব্দ পাল্টাও
যাতে ঐ বরফরেণুর সঙ্গে ভাসতে পারে ওরা
শব্দের চারধারে কোন বরফটা ফেনিয়ে উঠবে
সেটা নির্ভর করছে তোমার অমান্য বাতাসটির ওপর

ফুল

পাথর।
যে পাথর হাওয়ায় ওড়ে, যাকে আমার অনুসরণ।
তোমার চোখ, পাথরের মত অন্ধ।

আমরা ছিলাম,
হাত
আমরা অন্ধকারকে শূন্যতায় মুড়িয়েছি, আমরা খুঁজে পেলাম
সেই শব্দ, যে গ্রীষ্মের ওপর উঠে এলো ঃ
ফুল।

ফুল ঃ অন্ধমানুষের শব্দ।
তোমার চোখ আর আমার ঃ
তাকে দ্যাখে, দেখে সজলতায় ভরে যায়।

গড়ন।
একটা হৃদয়ের দেয়ালের ওপর আরেকটা হৃদপিন্ডের দেয়াল
তাকে আরো পাপড়ি দেয়।

এই শব্দটির মত আর একটা শব্দ, ব্যাস
হাতুড়ীরা দাবড়ে বেড়াবে খোলা মাঠ।

(মাইকেল হ্যামবার্গারের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা ভাষান্তর ঃ আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com